

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 | বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শুক্রবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-25 | 6 November 2026 ◆ Friday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition | ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



ব্রহ্মপুত্রে ২৪৮ কিমি নৌ-অভিযানের পতাকা সমাপ্তি ঘোষণা হিমন্তের

অংশ গ্রহণ অসম নৌ ইউনিটের ১০০ জন সিনিয়র ডিভিশন ও নৌ এনসিসি ক্যাডেটের

গুয়াহাটি : ব্রহ্মপুত্রের বুকে ২৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দুঃসাহসিক নৌ-অভিযান শেষে ক্যাডেটদের অভিনন্দন জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শুক্রবার গুয়াহাটির পাণ্ডু বন্দরে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে 'ব্রহ্মপুত্র সেলিং এক্সপেডিশন; মেনু ২০২৬'-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করে অভিযানের পতাকা গ্রহণ করেন তিনি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাহসিকতা, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, দলগত সংহতি এবং দেশপ্রেমের মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই বিশেষ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এনসিসির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেক্টরেটের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই অভিযান শুরু হয়েছিল গত ২৮ অক্টোবর বিশ্বনাথ চরিয়ালির বিশ্বনাথ ঘাট থেকে। ৪৮ ও ৪৯ অসম নৌ ইউনিটের মোট ১০০



জন সিনিয়র ডিভিশন ও সিনিয়র উইংয়ের নৌ এনসিসি ক্যাডেট এতে অংশ নেন। দশ দিনের যাত্রায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে প্রায় ২৪৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ছয়টি জেলা পেরিয়ে শুক্রবার পাণ্ডু বন্দরে পৌঁছন তাঁরা। জেলাগুলি হল বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, নগাঁও, দরং, মরিগাঁও এবং কামরূপ মহানগর।

অভিযানের মাধ্যমে আহোম সেনাপতি বীর লাচিত বরফুকনের বীরত্ব ও নেতৃত্বকেও স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নদীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ক্যাডেটরা। যাত্রাপথে বিভিন্ন বিরতিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মাদকবিরোধী প্রচার, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, পথনাটিকা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অভিযানে নামার আগে ক্যাডেটদের নৌচালনা, দিকনির্ণয়, নদীতে নিরাপত্তা, উদ্ধারকাজ এবং বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অসম সরকার, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার কথাও স্বীকার করা হয়।

২১ পুরসভার সবক'টিতেই জয়ের দাবি মানিক সাহার



আগরতলা : ত্রিপুরার আসন্ন পুর নির্বাচনে ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থার সবক'টিতেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। শুক্রবার তিনি বলেন, গত নির্বাচনে ২১টির মধ্যে ২০টি পুর সংস্থা দখল করেছিল বিজেপি। এবার বাকি একটিতেও জয় ছিনিয়ে নিয়ে সবক'টিতে সরকার গড়বে দল। শুধু জয় নয়, আরও বড় ব্যবধানে জিততে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঠে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সাহা জানান, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকেই হাতিয়ার করে ভোটারদের কাছে পৌঁছবে বিজেপি। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তবে পুর নির্বাচন হওয়ায় প্রচারে শহর ও নগরের উন্নয়নকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

উৎসবের আগেই বাংলার কোষাগারে ৭,৮৬৬ কোটি, আগাম করের টাকা ছাড়ল কেন্দ্র সরকার

কলকাতা : উৎসবের মরশুমে রাজ্যগুলির আর্থিক চাহিদা মেটাতে আগাম করের টাকা ছাড়ল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার একসঙ্গে রাজ্যগুলির জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার ১৯ কোটি টাকা কর বণ্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ৭ হাজার ৮৬৬ কোটি টাকা।



সাধারণত প্রতি মাসের ১০ তারিখে করের এই কিস্তি রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। তবে উৎসবের মরশুমে উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খরচ এবং মূলধনী ব্যয় মেটানোর সুবিধার্থে এ বার পাঁচ দিন আগেই, অর্থাৎ ৫ নভেম্বর অর্থ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র।

কেন্দ্রের আশা, আগাম বরাদ্দের ফলে রাজ্যগুলি উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়ের গতি বাড়াতে পারবে। পাশাপাশি উৎসবের মরশুমে বাড়তি আর্থিক চাহিদাও সামাল দেওয়া সহজ হবে। শুধু বাংলা নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যও এই অর্থ পেয়েছে। কেন্দ্রের লক্ষ্য, রাজ্যগুলির মাধ্যমে উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়িয়ে অর্থনীতিতে আর্থিক কর্মকাণ্ডের গতি ত্বরান্বিত করা।

মণিপুর থেকে পালিয়ে দিল্লিতে ঘাঁটি, পুলিশের জালে পিএলএ-র শীর্ষ জঙ্গি

নয়াদিল্লি : মণিপুরের একাধিক নাশকতা ও তোলাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) মোস্ট ওয়ান্টেড নেতাকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আরকে রেগান সিং ওরফে 'গান্ধী'। শুক্রবার দক্ষিণ দিল্লির একটি ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখা।



তদন্তকারীদের দাবি, মণিপুরের থৌবল জেলার সদর থানায় দায়ের হওয়া বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) মামলায় মূল অভিযুক্ত এই জঙ্গিনেতা। ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও নাশকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার। পুলিশের অনুমান, মণিপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর নজর এড়াতেই রাজধানীতে আশ্রয় নিয়েছিল সে।

দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখার ডেপুটি কমিশনার হর্ষ ইন্দোরা জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। মণিপুরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলাবাজি-সহ একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল ধৃত। দিল্লিতে কোনও নাশকতার ছক ছিল কি না, তা নিয়ে প্রাথমিক তদন্তে তেমন তথ্য মেলেনি। তবে রাজধানীতে তার গতিবিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পৃথক বোড়োল্যান্ডের দাবিতে নতুন আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন নয়, জানালেন হাগ্রামা মহিলারি

কোকরাঝাড় : পৃথক বোড়োল্যান্ডের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু হলে তাতে ১০০ শতাংশ সমর্থন জানানো সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনই অবস্থান স্পষ্ট করলেন বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টের (বিপিএফ) প্রধান তথা বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের (বিটিসি) মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হাগ্রামা মহিলারি।



তাঁর মতে, নতুন করে আন্দোলন শুরু হলে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের উপর। পাশাপাশি বোড়ো ও অবোড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ও সংঘাতের আশঙ্কাও রয়েছে। শুক্রবার কোকরাঝাড়ে বিটিসির কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকে পৌরোহিত্য করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহিলারি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি নতুন করে আন্দোলন শুরু করার অনুকূল নয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। তবে নতুন আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানাতে না পারার অর্থ এই নয় যে, বিপিএফ পৃথক বোড়োল্যান্ডের দাবির বিরোধিতা করছে। মহিলারি স্পষ্ট করেন, তাঁদের দল এই দাবি থেকে সরে আসেনি, কিংবা দাবিটি প্রত্যাখ্যানও করেনি।

এদিকে, বৈঠকে বিটিসি এলাকায় পাট্টা প্রদান ও জমির নামজারির ক্ষেত্রে জমির প্রিমিয়াম হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে জমিহীন মানুষ এবং জমির মালিকানাধীন বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তারিতে বাধা ! শ্লীলতাহানির মামলায় আকোইজামকে রক্ষাকবচ আদালতের

ইম্ফল : ১১ ছাত্রীর যৌন হেনস্তার অভিযোগে অভিযুক্ত কংগ্রেস সাংসদ তথা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিমল আকোইজামকে আপাতত গ্রেপ্তার করতে পারবে না পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। বিশেষ বিচারক দিগ্বিজয় সিং নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হলে অন্তত সাত দিন আগে নোটিস দিতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, আকোইজাম তদন্তে সহযোগিতা করছেন। পাশাপাশি অভিযোগকারী ছাত্রীদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের হাতে তুলে দেয়নি। ফলে তাঁদের জবানবন্দিও নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে তদন্তে অসহযোগিতা করলে পুলিশ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে।

উল্লেখ্য, ১১ ছাত্রীর যৌন হেনস্তার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৫ নম্বর ধারায় দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ নর্থ থানায় এফআইআর দায়ের হয়। এরপর আগাম জামিনের আবেদন করেন সাংসদ।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শুক্রবার, ২০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৬ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

কথকতার বাজার ও ধর্মের ব্যবসা

ধর্ম যখন আত্মশুদ্ধি ও মানবকল্যাণের পথ থেকে সরে এসে প্রচার, প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত হয়, তখন সমাজের আত্মসমীক্ষা জরুরি

ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরে আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও নৈতিক মূল্যবোধের দেশ হিসেবে পরিচিত। এ দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে উপাসনা, পূজা-পার্বণ কিংবা মন্দির দর্শনের বাইরেও রয়েছে সত্য, করুণা, সেবা, ত্যাগ ও মানবিকতার গভীর শিক্ষা। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও পুরাণের কাহিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জীবনবোধের শিক্ষা দিয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কথকতার ক্রমবর্ধমান জাঁকজমকের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, ধর্ম কি মানুষের আত্মশুদ্ধির পথ, নাকি ক্রমশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে?

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় কথকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশাল আয়োজন। চোখধাঁধানো মঞ্চসজ্জা, অত্যাধুনিক শব্দব্যবস্থা, বিশেষ অতিথি, তারকা-সমাগম এবং সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এখন পরিচিত অনুষঙ্গ। কথকের জনপ্রিয়তা বিচার করা হচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞান কিংবা বক্তব্যের গভীরতার চেয়ে অনুসারীর সংখ্যা ও অনুষ্ঠানের জাঁকজমক দিয়ে। ফলে অনেক সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বিনোদন জগতের প্রতিযোগিতার রূপ নিচ্ছে।

অথচ কথকতার মূল উদ্দেশ্য ধর্মগ্রন্থের অন্তর্নিহিত দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত রাখা। সমস্যা কথকতার ঐতিহ্যে নয়, তার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণে। যখন কথার গভীরতার চেয়ে কথকের পারিশ্রমিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন ধর্মীয় চর্চার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। কে কত বড় আয়োজন করলেন, কত মানুষের সমাগম হল কিংবা কত অনুদান সংগৃহীত হল, সেই হিসাবেই অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ধারিত হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, মানুষের ধর্মীয় আবেগকে আর্থিক লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা। ভক্তরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থেকে অর্থ দান করেন। সেই অনুদানের হিসাব এবং ব্যবহারে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। ধর্মের নামে সংগৃহীত অর্থ যদি জনসেবা ও মানবকল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিলাসিতা কিংবা প্রচারের কাজে ব্যয় হয়, তবে মানুষের বিশ্বাসই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য সব কথক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে একই দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। বহু সাধক নিঃস্বার্থভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার করছেন।

এখানেই সমাজের সামনে একটি বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মন্দিরে বিপুল অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী নিবেদিত হচ্ছে, অথচ একই সমাজে বহু শিশু অভুক্ত থাকছে। দরিদ্র পরিবারগুলি সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছে না। হাসপাতালে অসহায় রোগীরা সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ কি শুধু জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন ও অর্থ নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? মন্দিরের সমৃদ্ধি কি আশপাশের দরিদ্র মানুষের জীবনেও পরিবর্তন আনবে না?

ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় যখন তা ক্ষুধার্তকে অন্ন দেয়, অসহায়কে আশ্রয় দেয় এবং শিক্ষাবঞ্চিত শিশুর হাতে বই তুলে দেয়। রামের আদর্শে রয়েছে জনকল্যাণ, কৃষ্ণের বাণীতে রয়েছে কর্ম ও কর্তব্যের শিক্ষা, বুদ্ধের দর্শনে রয়েছে করুণা ও অহিংসার পথ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে এসব আদর্শের কথা বলাই যথেষ্ট নয়, জীবনে তার প্রয়োগই প্রকৃত ধর্মাচরণ।

সামাজিক মাধ্যম ধর্মীয় কথকতার জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। আবেগঘন বক্তব্য, নাটকীয় উপস্থাপনা ও চটকদার সংলাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের সুযোগ বাড়লেও জনপ্রিয়তা ও প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতাও তীব্র হচ্ছে। তাই ভক্তদের আবেগের পাশাপাশি বিচারবুদ্ধি দিয়ে ধর্মীয় বক্তব্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোনও ব্যক্তির জনপ্রিয়তা তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান কিংবা নৈতিকতার প্রমাণ নয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। অনুদানের অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে, তা জানার অধিকার ভক্তদের রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা এবং অসহায় মানুষের সেবার মতো কর্মসূচি যুক্ত করা যেতে পারে। এতে ধর্মীয় আয়োজনের সামাজিক গুরুত্বও বাড়বে।

আজ প্রয়োজন কথকতার অবসান নয়, বরং তার মূল উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার। কথকতার সাফল্য মঞ্চের আকার, ভিড় কিংবা সংগৃহীত অর্থ দিয়ে নয়, মানুষের মধ্যে কতটা করুণাবোধ, নৈতিকতা ও সেবার মানসিকতা জাগ্রত হল, তা দিয়ে বিচার করা উচিত। কারণ ধর্মের প্রকৃত শক্তি প্রচারের জাঁকজমকে নয়, মানুষের জীবনকে কতটা সুন্দর, ন্যায়সংগত ও মানবিক করে তুলতে পারছে, তার মধ্যেই নিহিত।

ধনতেরস: শুধু ধনসম্পদের আরাধনা নয়, সম্পদের পবিত্রতা, সততা ও মানবিকতার উৎসব

ললিত গর্গ

দীপাবলির পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ধনতেরস। ধনত্রয়োদশী এবং ধন্বন্তরি জয়ন্তী নামেও পরিচিত এই দিনটি ভগবান ধন্বন্তরি ও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সোনা, রুপো, বাসনপত্র এবং গৃহস্থালির নানা সামগ্রী কেনার জন্য দিনটিকে শুভ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ধনতেরসের তাৎপর্য কেনাকাটা কিংবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব সম্পদের পবিত্রতা, সৎ উপার্জন, সংযম এবং মানবিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃত সমৃদ্ধি কেবল সম্পদ সঞ্চয়ে নয়, ন্যায়সংগত উপায়ে তা অর্জন, দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার এবং সমাজের কল্যাণে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনে সম্পদকে কখনও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়নি। সম্পদ জীবনকে সুন্দর, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করার একটি মাধ্যম। অথচ আধুনিক সমাজে সমৃদ্ধির সংজ্ঞা ক্রমশ অর্থ, বিলাসিতা, ক্ষমতা এবং সীমাহীন ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। একদিকে অল্প কিছু মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লেও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও সন্তুষ্টি যেন কমছে। বাড়ির আয়তন বাড়ছে, কিন্তু ছোট হয়ে আসছে হৃদয়ের পরিসর। সম্পদ বাড়লেও নৈতিকতা দুর্বল হলে সেই সমৃদ্ধি সমাজকে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না।

ধনতেরসের প্রকৃত বার্তা এই অসংগতিকে সংশোধন করা। ভারতীয় দর্শন সম্পদ অর্জনের বিরোধিতা করে না; বরং সম্পদ অর্জনের পদ্ধতি এবং তার ব্যবহারের নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দেয়। দেবী লক্ষ্মীর কৃপা তখনই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে, যখন সম্পদের সঙ্গে যুক্ত থাকে সততা, সংযম, ন্যায়বোধ ও সমাজকল্যাণের ভাবনা। অন্যায় উপায়ে অর্জিত সম্পদ সাময়িক বিলাসিতা এনে দিতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী শান্তি, সম্মান কিংবা আত্মতৃপ্তি দিতে পারে না।

জৈন দর্শনে ভগবান মহাবীরের প্রচারিত 'অপরিগ্রহ' বা অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় ও আসক্তি পরিহারের নীতি এ প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের প্রতি আসক্তি মানুষকে সম্পদের মালিক না রেখে তার দাসে পরিণত করে। সংযমের শিক্ষা শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, গৃহস্থ জীবনেও সমান প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, মহাত্মা গান্ধীর 'ট্রাস্টিশিপ' বা সম্পদের অভিভাবকত্বের ধারণা মনে করিয়ে দেয়, সম্পদের মালিকানা কেবল ব্যক্তিগত ভোগের অধিকার নয়; এর সঙ্গে সমাজের প্রতি দায়িত্বও জড়িয়ে রয়েছে। সম্পদ তখনই সার্থক, যখন তা অন্য মানুষের জীবনে আশা, মর্যাদা ও সুযোগ তৈরি করে।

ধনতেরসে সোনা, রুপো কিংবা নতুন সামগ্রী কেনার প্রচলিত রীতি ভবিষ্যতের সুখ ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত। বহু পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে আসছে। তবে উৎসবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কেনাকাটার চেয়ে অনেক বিস্তৃত। ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে উপাসনার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণের ধারণা যুক্ত। তাই দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা কেবল অর্থসম্পদ লাভের প্রার্থনা নয়; এর মধ্যে রয়েছে সুস্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, পারিবারিক সম্প্রীতি এবং সামগ্রিক মঙ্গল কামনা।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান ধন্বন্তরি অমৃতের কলস হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসাবিদ্যার দেবতা হিসেবে মান্য করা হয়। অন্যদিকে, সমুদ্র মন্থন থেকেই দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে ধর্মীয় বিশ্বাস। এই দুই পৌরাণিক তাৎপর্য ধনতেরসকে সম্পদ ও সুস্বাস্থ্যের সম্মিলিত উৎসবে পরিণত করেছে। অর্থ থাকলেই জীবন সমৃদ্ধ হয় না; সুস্থ শরীর, শান্ত মন এবং সুন্দর পারিবারিক সম্পর্কও অপরিহার্য। ধন্বন্তরির স্মরণ তাই সম্পদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরে। দেবী লক্ষ্মীর অষ্টলক্ষ্মী রূপের ধারণা সমৃদ্ধির বৃহত্তর দর্শনকে আরও স্পষ্ট করে। আদিলক্ষ্মী চিরন্তন ঐশ্বরিক শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎসের প্রতীক। ধনলক্ষ্মী অর্থসম্পদ ও আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। ধান্যলক্ষ্মী অন্ন, খাদ্যশস্য ও কৃষিসম্পদের প্রতীক। গজলক্ষ্মী প্রাকৃতিক সম্পদ ও বস্তুগত কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। সন্তানলক্ষ্মী সন্তান ও পারিবারিক মঙ্গলের প্রতীক। বীরলক্ষ্মী সাহস ও শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। বিজয়লক্ষ্মী সাফল্য ও লক্ষ্য অর্জনের প্রতীক। বিদ্যলক্ষ্মী জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্পকলা ও বিদ্যাচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই আটটি রূপ বোঝায়, সমৃদ্ধির পরিমাপ শুধু টাকা, সোনা, জমি কিংবা বাড়ির হিসাব দিয়ে করা যায় না। খাদ্য, জ্ঞান, সাহস, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পারিবারিক সম্প্রীতি এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার ক্ষমতাও মানুষের অমূল্য সম্পদ।

এই দর্শন দীপাবলির তাৎপর্যকেও গভীর করে। একটি মাটির প্রদীপ নিজের ক্ষুদ্র শিখা দিয়ে চারপাশের অন্ধকার দূর করে। তার গুরুত্ব নির্ভর করে না দাম কিংবা আকারের ওপর; তার সার্থকতা আলো ছড়িয়ে দেওয়ায়। দীপাবলির আলো ধনী ও দরিদ্র, বড় বাড়ি ও ছোট ঘর;সবার জন্য। একইভাবে সম্পদের প্রকৃত মূল্যও নির্ভর করে তা কতটা মানুষের কাজে লাগছে তার ওপর। ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে আটকে থাকা সম্পদের সামাজিক তাৎপর্য সীমিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয় হলে তার মূল্য বহুগুণে বাড়ে। আজকের সমাজে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শুধু বেশি সম্পদ অর্জন করা নয়, বরং সেই সম্পদ কীভাবে অর্জিত হচ্ছে এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নিশ্চিত করা। দুর্নীতি, প্রতারণা, শোষণ কিংবা অন্যায় উপায়ে অর্জিত অর্থ সমাজে অবিশ্বাস বাড়ায়। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে অর্জিত সীমিত সম্পদও মানুষকে আত্মমর্যাদা ও মানসিক তৃপ্তি দিতে পারে। সম্পদের মালিক হওয়া আর সম্পদের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য।

সম্পদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তব জীবনে নানা ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। একটি শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় সাহায্য করা, বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়ানো, দক্ষতা প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা কিংবা স্থানীয় পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া; এসবই সম্পদের মানবিক ব্যবহার। দান মানে কেবল অর্থ বিলিয়ে দেওয়া নয়; সময়, জ্ঞান, শ্রম ও সহমর্মিতাও সমাজকে সমৃদ্ধ করে। যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের পাশে দাঁড়ান, তিনিও সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই দায়িত্ববোধ পরিবার থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে নতুন প্রজন্ম সম্পদকে অধিকার হিসেবে নয়, দায়িত্ব হিসেবেও দেখতে শেখে।

ধনতেরস তাই আত্মসমীক্ষারও উপলক্ষ। এই দিনে কেনাকাটার পাশাপাশি আমরা ভাবতে পারি, আমাদের উপার্জনের উৎস কতটা স্বচ্ছ, ভোগের অভ্যাস কতটা সংযত এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য কতটা অর্থবহ। প্রয়োজনের বাইরে শুধু প্রতিযোগিতা বা সামাজিক মর্যাদা দেখানোর জন্য ব্যয় করলে মানসিক শান্তি আসে না। আবার ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করাও জরুরি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন, পরিবারের দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই বিচক্ষণতার পরিচয়। সম্পদ যেন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ না করে; মানুষই যেন সম্পদকে কল্যাণের কাজে পরিচালিত করে।

আধুনিক পৃথিবী মানুষের সাফল্যকে প্রায়শই আয়, সম্পত্তি ও প্রভাবের নিরিখে বিচার করে। কিন্তু একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারিত হয় তাঁর চরিত্র, আচরণ এবং সমাজের প্রতি অবদানের মাধ্যমে। সততা, মানবিকতা, আত্মমর্যাদা, সংযম ও সহমর্মিতা এমন সম্পদ, যা বাজার থেকে কেনা যায় না এবং সময়ের সঙ্গে যার মূল্য কমে না। বস্তুগত সম্পদ জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এবারের ধনতেরস শুধু সোনা, রুপো কিংবা গৃহস্থালির সামগ্রী কেনার উপলক্ষ হয়ে না থাকুক। এটি হয়ে উঠুক সৎ উপার্জন, দায়িত্বশীল ভোগ, সংযম এবং সামাজিক কল্যাণের নতুন অঙ্গীকার গ্রহণের দিন।

বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫০ কোটির শিলং রোপওয়ে প্রকল্পে অনড় মেঘালয় সরকার

স্থানীয় ছাড়পত্র ও জনশুনানি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

শিলং : স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রবল বিরোধিতা এবং পরিবেশগত উদ্বেগ সত্ত্বেও ১৫০ কোটি টাকার শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনড় মেঘালয় সরকার। প্রকল্প বাতিল কিংবা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী পল লিংডো। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই প্রকল্পের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।



লিংডো বলেন, রোপওয়ে কোনও সাধারণ পরিকাঠামো নয় যে এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে। পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের জবাবে তিনি জানান, প্রস্তাবিত প্রকল্পস্থল থেকে শিলং পিকের দূরত্ব ৩.১৫ কিলোমিটারেরও বেশি। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রকল্পের কার্যপদ্ধতি বোঝাতে সিকিমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি।

জনশুনানি ও পরামর্শ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে মন্ত্রীর দাবি, রাইড লাবান দরবার পাইলুন এবং সাতটি দরবারের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা গত মে মাসেই খাসি হিলস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কাছে ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন করেছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয় স্থানীয় ছাড়পত্র না থাকার অভিযোগে গত ২৭ অক্টোবর নির্মাণস্থলে তালা লাগিয়েছিল স্বশাসিত জেলা পরিষদ। পরে জেলা প্রশাসন সেই তালা ভেঙে দেয়।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়া এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। ২০২৫ সালের ১৫ অক্টোবর নির্মাণকাজ শুরু হয়। মদন লাবান থেকে শিলং ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত এই রোপওয়ে তৈরিতে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ৮০.৮৯ কোটি এবং পিএম-ডিভাইনের ৭০.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২৮ সালের অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার।

‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সামলাতে না পারলে চেয়ার ছাড়ুন’, শাহকে তোপ পবন খেরার

নয়াদিল্লি : বিরোধী জোটের সমাবেশকে ‘অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার তাঁর পাল্টা জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলানোর যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস। মণিপুরের অশান্তি, অরুণাচলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গ তুলে শাহকে আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা।

বুধবার সমাজমাধ্যমে খেরা লেখেন, ‘মোটা ভাই, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যদি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, তা হলে এখনও সেই চেয়ার আঁকড়ে রয়েছেন কেন?’ তাঁর অভিযোগ, গত সাত বছরেও অনুপ্রবেশের সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ কেন্দ্র। পুলওয়ামা, পহেলগাঁও হামলা, লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ এবং ৩০০ কেজি আরডিএক্স উদ্ধারের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছেড়ে বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বে ফিরে যাওয়ার পরামর্শও দেন।

উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর হরিয়ানার করনালে বিজেপির সভায় শাহ বিরোধী জোটের সমাবেশকে ‘ভোট বাঁচাও’ নয়, ‘অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও’ কর্মসূচি বলে আক্রমণ করেছিলেন। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত, ভোটার তালিকা থেকে বাদ এবং বহিষ্কারের নীতির কথাও জানিয়েছিলেন তিনি।

কাছাড়ে খেল মহারণ ৩.০, ১৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকায় ৭ নভেম্বর থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিলচর : প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল, সর্বত্র ক্রীড়ার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং স্থানীয় প্রতিভাদের তুলে আনার লক্ষ্যে কাছাড় জেলায় শুরু হচ্ছে খেল মহারণ ৩.০। আগামী ৭ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত জেলার ১৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকায় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

প্রশাসনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, কালাইন, কাটিগড়া, লক্ষীপুর, বিন্নাকান্দি, রাজাবাজার, রংপুর, উদারবন্দ, শিলচর, সোনাই, বাঁশকান্দি, ধলাই-নরসিংপুর, বড়জালেঙ্গা, পালংঘাট, বড়খলা ও তাপাং-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এবং শিলচর পুরনিগম এলাকাতেও খেলা হবে।

এবার অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল ও ভলিবলের পাশাপাশি যোগাসন এবং দাবা প্রতিযোগিতাও থাকছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ৭ ও ১০ নভেম্বর, ১২ ও ১৩ নভেম্বর, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর এবং ২০ ও ২১ নভেম্বর বিভিন্ন এলাকায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগীদের নির্ধারিত খেলার মাঠে সকাল ৮টার মধ্যে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

জেলা প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক তরুণ-তরুণী সংগঠিত ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত হবেন। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি জেলায় সুস্থ ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসার ঘটবে।

‘আদার রাজধানী’ থেকে ‘রেশম ও শীতের রাজধানী’

মিজোরামের অর্থনীতি বদলাতে নয়া পরিকল্পনা লালদুহোমার

আইজল : ভারতের ‘আদার রাজধানী’ হিসেবে পরিচিত মিজোরাম এবার ‘রেশমের রাজধানী’ এবং ‘শীতের রাজধানী’ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে চায়। রাজ্যের অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তুলতে রেশম উৎপাদন, শীতকালীন পর্যটন এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা। বুধবার সেরছিপ জেলায় প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি রাজ্যের এই উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘সিএম ব্লু মিশন’ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটাল পরিষেবায় উন্নত রাজ্য হিসেবে মিজোরামকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘ট্রান্সফর্মড মিজোরাম ২০৪৭’ পরিকল্পনা কেন্দ্রের ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে মিজোরামের অবদান প্রায় ০.১ শতাংশ। আগামী দিনে তা বাড়িয়ে ১ শতাংশে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন লালদুহোমা। সেরছিপ জেলাকে আদর্শ জেলা হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশও



দিয়েছেন আধিকারিকদের। উল্লেখ্য, সেরছিপের ডেপুটি কমিশনারের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত বৈঠকে জেলার ৪৩টি সরকারি দফতরের আধিকারিকরা অংশ নেন। মিজোরামে এই প্রথম জেলা স্তরে এমন পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রশাসনিক বাধা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পর্যায়ক্রমে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এমন বৈঠক করা হবে। এর মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা তাঁর। রেশম, পর্যটন ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মিজোরামের অর্থনীতিতে নতুন গতি আনাই এখন সরকারের লক্ষ্য।

মেয়াদ বাড়িয়েও কাটছে না অগ্নিপথ-বিতর্ক, কেন্দ্রকে একগুচ্ছ প্রশ্ন গৌরব গগৈয়ের

গুয়াহাটি : অগ্নিবীরদের চাকরির মেয়াদ আরও দু’বছর বাড়ানোর খবর ঘিরে কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তাঁর অভিযোগ, প্রকল্পের মূল কাঠামো নিয়ে বিরোধী দল, প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের আপত্তি উপেক্ষা করে ২০২২ সালে তা চালু করেছিল কেন্দ্র। এখন মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব কার্যত সরকারের পিছু হটারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সময় এবং সেনাবাহিনীর উপর তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।



এক্সে প্রকাশিত বার্তায় গগৈ বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর রাখা কঠিন হবে বলে শুরু থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল। প্রকল্পটি পুনর্বিবেচনার দাবিও জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই আপত্তিতে কর্ণপাত করেনি সরকার। তাঁর প্রশ্ন, কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ অগ্নিবীরদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর খবর সামনে এল কেন? গগৈয়ের আশঙ্কা, প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকর হলে একই সেনা ইউনিটে চাকরির শর্ত অনুযায়ী তিন ধরনের কর্মী তৈরি হতে পারেন। এতে বাহিনীর পরিচালন কাঠামো, কর্মীদের মনোবল এবং পারস্পরিক সংহতিতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেনাবাহিনীর মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এমন বৈষম্য কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

মেয়াদ বাড়ার পর যাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচিত হবেন না, কিংবা নিজেরাই চাকরি চালিয়ে যেতে চাইবেন না, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে;কেন্দ্রের কাছে তার জবাব চেয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, চাকরি শেষে অগ্নিবীরদের কর্মসংস্থানের কোনও নিশ্চয়তা নেই। ছ’বছর কাজ করার পর তাঁরা প্রাক্তন সেনাকর্মীর মর্যাদা পাবেন কি না, তাও স্পষ্ট নয়।

এ ছাড়া, কর্মরত অগ্নিবীরদের মেয়াদ বাড়ালে নতুন নিয়োগপ্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ কমে যাবে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন গগৈ। তাঁর দাবি, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, আর্থিক ভবিষ্যৎ এবং বাহিনীর সংহতি;সব দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। শুধু মেয়াদ বাড়ালেই এই জটিল সমস্যার সমাধান হবে না, মনে করেন তিনি।

শ্রীভূমির ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারের দাবি

শিলচর : শ্রীভূমির সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরপেক্ষ তদন্ত, পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগের বিচার এবং নিরপরাধদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি উঠল বরাকের সুশীল সমাজের সভায়। বৃহস্পতিবার শিলচর বঙ্গভবনের অনন্ত দেব স্মৃতি সভাকক্ষে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এই দাবিগুলি জানানো হয়। সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, ২৩ অক্টোবরের ঘটনার পর প্রশাসনের একপক্ষীয় আচরণ, গ্রেফতার এবং পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ উদ্বেগ বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার ও বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার প্রবণতার নিন্দা করা হয়। সভায় নিরপেক্ষ তদন্ত, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা, নিরপরাধদের মামলা প্রত্যাহার এবং বিষয়টি মানবাধিকার কমিশনের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ট্রাম্পের নির্বাচনী ধাক্কায় বদলাচ্ছে যুদ্ধের সমীকরণ, আমেরিকাকে ৭ শর্তে পরমাণু প্রস্তাব ইরানের



তেহরান : মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের বড়সড় ধাক্কা। আর তার পরেই আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। নির্বাচনী ফলের প্রভাব পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের উপরেও পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার কাছে নতুন করে পরমাণু চুক্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছে ইরান। কাতারের মাধ্যমে সেই প্রস্তাব হোয়াইট হাউসে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আলোচনায় বসার আগে ওয়াশিংটনকে সাতটি শর্ত পূরণের দাবি জানিয়েছে তেহরান।

মার্কিন প্রশাসনের সূত্র উদ্ধৃত করে জানা গিয়েছে, ইরানের পাঠানো শর্তগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও এই প্রস্তাব নিয়ে এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি ট্রাম্প প্রশাসন। অন্যদিকে, সম্প্রতি ইরানের অবশিষ্ট অংশও ধ্বংস করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফলে একদিকে আলোচনার সম্ভাবনা, অন্যদিকে নতুন করে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা;দুইয়ের মধ্যে দোলাচলে রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি।

ইরানের সাতটি শর্ত কী?

ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাত দফা শর্ত প্রকাশ করেনি। তবে 'খালিজ টাইমস'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, তেহরানের দাবির মধ্যে রয়েছে লেবানন-সহ সব ক্ষেত্রে শত্রুতার সম্পূর্ণ অবসান। পাশাপাশি ইরানের বন্দরগুলির উপর থেকে মার্কিন নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার এবং দেশটির উপর আরোপিত সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ইরানের সম্পদ মুক্ত করা, ইরান সংলগ্ন অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কমানো, যুদ্ধের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ইরানি ভূখণ্ডে মার্কিন সেনার হামলা বন্ধ করার শর্তও রয়েছে বলে খবর।

তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটাতে যখন মধ্যস্থতাকারীরা জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখনই এই নয়া প্রস্তাব সামনে এল। তবে কূটনৈতিক তৎপরতা সত্ত্বেও যুদ্ধ ফের শুরু হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নির্বাচনী ধাক্কার পর ট্রাম্প সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। যুদ্ধ পুনরায় শুরু হলে আরও বড় পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান।

এদিকে, আমেরিকা-ইরান সংঘাতের দ্রুত অবসান চাইছে ভারত-সহ একাধিক দেশ। কারণ এই যুদ্ধের অভিঘাত শুধু পশ্চিম এশিয়ায় সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার, বাণিজ্য এবং বিশ্ব অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ছে। ফলে আগামী কয়েক দিনের কূটনৈতিক পদক্ষেপই নির্ধারণ করতে পারে সংঘাতের ভবিষ্যৎ;যুদ্ধবিরতির পথে এগোবে দুই দেশ, নাকি ফের বাড়বে সামরিক উত্তেজনা।

কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন, ইঞ্জিন-সহ জ্বলল ট্রেনের পাঁচ কামরা



ফতেহপুর : অমৃতসর থেকে জলপাইগুড়িগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শুক্রবার ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল। পাঞ্জাবের ফতেহপুর সাহিবের কাছে চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন-সহ পাঁচটি কামরায় আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ইঞ্জিন থেকে পাশের চারটি সাধারণ কামরায় ছড়িয়ে পড়ে। বিপদ বুঝে ট্রেন থামানো হলে প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি করে নেমে পড়েন যাত্রীরা। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২৫০৮ নম্বর কর্মভূমি এক্সপ্রেস শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই অমৃতসর থেকে জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। দুপুর ১২টা ৫৮ মিনিট নাগাদ ফতেহপুর সাহিবের সাধুগড় স্টেশন ছাড়ার পরই ট্রেনের একটি অংশে আগুন দেখতে পান যাত্রীরা। প্রথমে ইঞ্জিনের দিক থেকে ধোঁয়া ও আগুন বেরোতে দেখা যায়। পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারটি জেনারেল কামরায়। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতেই মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়। আতঙ্কিত যাত্রীরা মালপত্র ফেলে দ্রুত কামরা থেকে নেমে নিরাপদ দূরত্বে সরে যান।

ঘটনার সময় ট্রেনের কামরাগুলিতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেন থামার পর যাত্রীরা একে একে কামরা ছেড়ে নেমে যান। দমকল কর্মীরা আগুনের বিস্তার রুখতে কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে রেলের কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে তৎপর হন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু হয়। রেলের আধিকারিকরাও দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

শেয়ার বাজারে উৎসবের আমেজ, ১,৭১৮ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স

মুম্বই : বিশ্ববাজারে পতনের মধ্যেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতীয় শেয়ার বাজারের। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও ঊর্ধ্বমুখী রইল বাজারের সূচক। এ দিন সেনসেক্স ১,৭১৮ পয়েন্টের বেশি বেড়ে যায়। অন্যদিকে নিফটি ফের ২৫ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করে। বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও ওষুধ সংস্থার শেয়ার কেনার প্রবণতা বাজারকে চাঙ্গা করেছে। দিনের শুরুতে সেনসেক্স ৭৯,০১৬.০৫ পয়েন্টে নেমে গেলেও পরে তা ৭৯, ৯৫৯.৪৮ পয়েন্টে পৌঁছয়। চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম ২৫ হাজারের গণ্ডি পেরোয় নিফটি। বাজারের এই উত্থানের অন্যতম কারণ বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিপুল লগ্নি। শুক্রবারও কেনাকাটার ধারা অব্যাহত থাকায় বাজারে ঊর্ধ্বগতি বজায় থাকে।

ট্রাম্পের হারে বদলাচ্ছে বাংলাদেশের সমীকরণ!

দেশে ফেরার ঘোষণা হাসিনার



ঢাকা : আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে 'নীল সুনামি'। পরাজিত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই আবহে ফের হুঙ্কার দিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়ে দিলেন, যে কোনও মূল্যে আগামী ডিসেম্বর মাসেই দেশে ফিরবেন। গ্রেপ্তারি, নির্যাতন, এমনকী মৃত্যুদণ্ড হতে পারে জেনেও নিজের দেশে ফেরার সিদ্ধান্তে অবিচল মুজিবকন্যা। প্রশ্ন উঠতে পারে, মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকানদের নিরঙ্কুশ জয়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক রয়েছে দেশে ফেরার বিষয়ে প্রত্যয়ী হাসিনার?

গণআন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট ২০২৪-এ বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে পদ্মাপাড়ের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই হাসিনার বিরুদ্ধে ঢাকার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, আন্দোলন রুখতে সরকারি দমন-পীড়নে কয়েক শো মানুষকে হত্যা করে হাসিনার পুলিশ। একটি মামলায় ২০২৫ সালে হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা বোঝা চাপানো হয়েছে।

যদিও শুরু থেকে এই বিচার প্রক্রিয়াকে গ্রাহ্য করেননি হাসিনা। জানিয়ে দিয়েছেন, গোটা কার্যক্রম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্যদিকে হাসিনাকে ভারতে ফেরানোর বিষয়ে বারবার দিল্লির উপর চাপ তৈরি করছে বিএনপি সরকার। এর মধ্যেই মাস কয়েক আগামী ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন মুজিবকন্যা। গতকাল মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসতেই নতুন করে হাসিনার হুঙ্কার, যে কোনও মূল্যে আগামী ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরব।

ইমেলের মাধ্যমে সংবাদসংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেছেন, মৃত্যু যদি আমার ভাগ্যে লেখাই থাকে, তবে আমার নিজের দেশের মাটিতে, নিজের মানুষের মাঝেই মরতে চাই। আরও বলেন, বাংলাদেশেই ফিরব। আমার এই সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হয়নি। যদিও ঠিক কীভাবে দেশে ফিরবেন তা জানাননি আওয়ামি লিগ নেত্রী। দেশে ফিরলে যে বিপদে পড়তে হতে পারে সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হাসিনা। তিনি বলেন, আমি জানি, ফিরে গেলে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। কারারুদ্ধ, নির্যাতন, এমনকী হত্যাও করা হতে পারে। এই সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবগত। কিন্তু দূর থেকে আমার মানুষদের কষ্ট পেতে দেখে বাকি জীবনটা কাটাতে পারি না।

সুপ্রিম কোর্টে আর্জি খারিজ, ১০ বছর জেল খাটতে হবে 'তেহেলকা'র তরুণ তেজপালকে



নয়াদিল্লি : সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা 'তেহেলকা'র প্রতিষ্ঠাতা তরুণ তেজপালের। ২০১৩ সালের ধর্ষণ মামলায় সাজার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে তাঁর সে আবেদন এদিন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল বম্বে হাই কোর্ট। রাজ্য সরকারও এই মামলায় তাঁর শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন করার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

তেজপালের আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার মামলাটির শুনানি চলছি বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চে। সেখানেই সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'নথিতে থাকা ইমেল এবং বার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে কারাদণ্ডে স্থগিতাদেশের দাবি জানানো হয়েছে। তবে বিষয়টিকে কোনওভাবেই অব্যহতি দেওয়ার মতো মামলা বলে মনে করছি না আমরা।' এরপরই খারিজ করে দেওয়া হয় তরুণের আবেদন। যার জেরে এবার ১০ বছরের সাজা খাটতে হবে একদা দেশজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া 'তেহলকা'র প্রতিষ্ঠাতাকে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে গোয়ায় একটি কনফারেন্স চলাকালীন এক মহিলা সহকর্মীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল তরুণের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা অভিযোগ করেন, গোয়ার এক হোটেলের লিফটে তাঁকে যৌন নিগ্রহ করেছেন 'তেহেলকা'র প্রতিষ্ঠাতা। এই মর্মে গোয়া পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা হয়। এরপর ২০১৩ সালে গ্রেপ্তার করা হয় তরুণকে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর ২০১৭ সালে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় তেজপালের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালে সেই মামলায় রেহাই পান তিনি।

জলাভূমি শুকোচ্ছে, বদলাচ্ছে জীবিকা!

শনবিলে টিকে থাকার নতুন লড়াইয়ে কৃষক-মৎস্যজীবীরা

বর্ষার জল নামতে শুরু করতেই শনবিলের বিস্তীর্ণ এলাকায় জেগে উঠছে জমি। এই সময় হাঁস নিয়ে জলাভূমিতে নেমে পড়েন দরগারবন্দ গ্রামের অরূপ দাস। শামুক, পোকামাকড় ও জলজ উদ্ভিদ খেয়ে হাঁসের খাদ্যের বড় অংশ মেটে। কিন্তু প্রকৃতির চেনা ছন্দ এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়। অনিয়মিত বৃষ্টি, বন্যা, পলি জমা এবং জলাভূমির গভীরতা কমে যাওয়ায় কৃষক ও মৎস্যজীবীদের জীবিকায় বাড়ছে অনিশ্চয়তা। তাই ধান চাষ ও মাছ ধরার পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার সন্ধান করছেন অনেকে।

অসমের বৃহত্তম জলাভূমি শনবিলের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। বর্ষায় জল ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়, শীতে জল কমলে জেগে ওঠে চাষের জমি। এই প্রাকৃতিক চক্রের উপর নির্ভর করে কৃষি, মৎস্য উৎপাদন ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্য। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিদ্যার অধ্যাপক তপতী দাসের মতে, জলাভূমির জল ঢোকা ও বেরিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক ব্যবস্থা ব্যাহত হলে মাছ, উদ্ভিদ এবং মানুষের জীবিকায় তার সরাসরি প্রভাব পড়ে।



বিকল্প জীবিকার সন্ধান

অরূপ দাস ২০১৪ সালে একটি গরু দিয়ে সমন্বিত খামার শুরু করেছিলেন। ২০২৫ সালে তাঁর গরুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০। কিন্তু দুধের বাজারে চাহিদা না বাড়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় ১৬টি গরু বিক্রি করতে হয়।

বর্তমানে তাঁর খামারে রয়েছে প্রায় ৩০০টি সোনালি মুরগি, ১, ২০০টি হাঁস এবং চারটি গরু। প্রতিদিন প্রায় ২৫০টি ডিম উৎপাদিত হয়। পাশাপাশি হাঁসের বাচ্চা ফোটানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় ২০২০ সালে নিজের ব্যবসা নথিভুক্ত করেন অরূপ। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১,০০০টি হাঁসের বাচ্চা ফোটান তিনি। খামারের জমিতে বোরো ধান, ডাল, বেগুন ও রাজমা চাষও করেন। হাঁসের বিষ্ঠা পুকুরের মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে ডিম ফোটানোর যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা এবং খামারের খরচ সামলানো তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

অরূপের মতো সমন্বিত খামার গড়ে তোলার সামর্থ্য সবার নেই। শ্রীভূমি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী পুলকাভ দৌধুরীর মতে, মাত্র ৫ শতাংশ কৃষক বিকল্প জীবিকার পথে এগিয়েছেন। জমি, পুঁজি, প্রশিক্ষণ এবং শ্রমিকের অভাব বড় বাধা। মাত্র ১০-১৫ শতাংশ কৃষক বিকল্প ফসল ও জীবিকার সুযোগ সম্পর্কে জানেন।

মাছের উৎপাদনেও ধাক্কা

শনবিলে বর্ষা মানেই মাছ ধরার মরসুম। মহাজাল পদ্ধতিতে জলাশয়ের নির্দিষ্ট অংশ ঘিরে মাছ ধরেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। কিন্তু মাছের জোগান থাকলেও লাভের নিশ্চয়তা নেই। মৎস্যজীবী মহেশ্বর দাস মাছের পাশাপাশি হাঁসের বাচ্চা পালন করে বিক্রির চেষ্টা করছেন। তাঁর কথায়, মাছের রোগে গত বছর বিপুল ক্ষতি হয়েছিল।

জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক অনুপম শর্মার তথ্য অনুযায়ী, শনবিলের প্রায় ৪০০ হেক্টর এলাকা মৎস্য উৎপাদনের উপযোগী। একসময় ২৪টি গোষ্ঠীভিত্তিক মৎস্যক্ষেত্র থাকলেও পলি জমার কারণে ১৪টি বর্তমানে কার্যত উৎপাদনহীন। ২০২০-২১ সালে এখানে বার্ষিক মাছের উৎপাদন ছিল ৮ লক্ষ ২৪ হাজার কেজি।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, গত এক দশকে মাছের উৎপাদন কমেছে। জলদূষণ, কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার এবং ছোট ফাঁসের জালে মাছের পোনা নির্বিচারে ধরার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। পর্যটকদের মোটরচালিত নৌকা ও প্লাস্টিক দূষণও জলাভূমির পরিবেশের উপর চাপ তৈরি করছে।

অর্ধেক হয়েছে স্থায়ী জলভাগ

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় শনবিলের স্থায়ী জলভাগের সংকোচন। ২০২৫ সালের একটি গবেষণায় উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ২০১৫ সালে স্থায়ী জলভাগের আয়তন ছিল ০.৬৬ বর্গকিলোমিটার। ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ০.৩৩ বর্গকিলোমিটারে। অর্থাৎ এক দশকে প্রায় অর্ধেক জলভাগ হারিয়েছে শনবিল। পলি জমা ও জলস্তর কমে যাওয়ায় মাছের আশ্রয়স্থলও সংকুচিত হচ্ছে। বৃহত্তর জলগ্রহণ অঞ্চলেও ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে জলাশয়ের আয়তন ৪৬.৪৪ থেকে কমে ৩৯.৬৪ বর্গকিলোমিটার হয়েছে।

উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ

শনবিলকে ঘিরে পর্যটন পরিকাঠামো এবং ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে। জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও মৎস্যক্ষেত্রের উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহায়তায় সুইফট প্রকল্পও শুরু হয়েছে। তবে সোনবিলের জন্য এখনও নির্দিষ্ট কোনও কাজ অনুমোদিত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রকল্পের জেলা অধিকর্তা হিমাংশু তালুকদার।

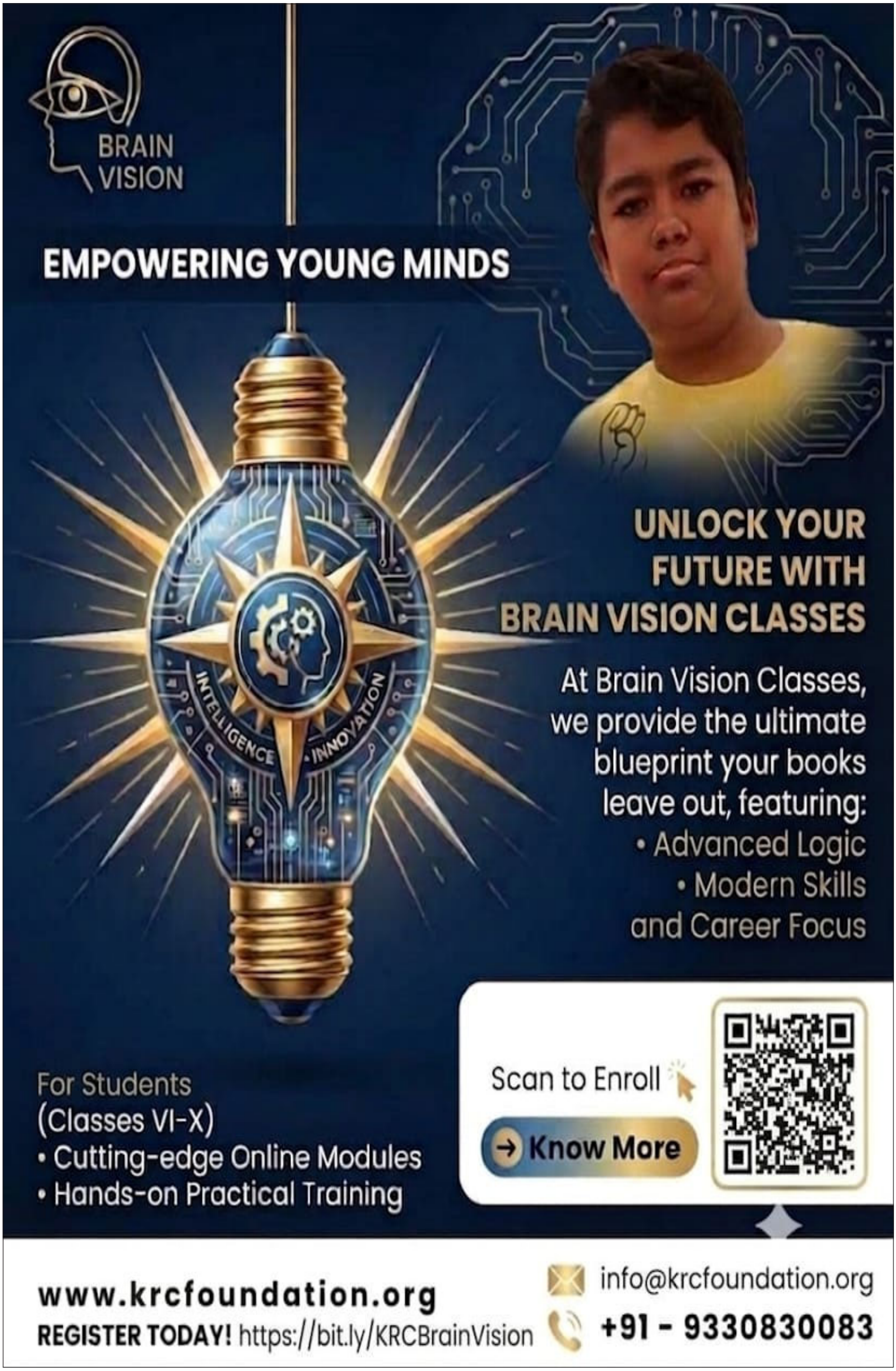
বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্যটন কিংবা মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর আগে জলপ্রবাহ, পলি জমা, জলস্তর ও জলের গুণমান নিয়ে ধারাবাহিক সমীক্ষা প্রয়োজন। স্থানীয় মানুষের জীবিকাকেও উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

শনবিলের পাড়ে অরূপ ও মহেশ্বরদের মতো মানুষ প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। হাঁস-মুরগি পালন ও সমন্বিত চাষবাস তাঁদের কাছে এখন টিকে থাকার নতুন উপায়। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য, প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহায়তার অভাবে অধিকাংশ পরিবার এখনও সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জলাভূমির পরিবেশ রক্ষা এবং বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা;দুইয়ের সমন্বয় না হলে শনবিলের সংকট আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard